The Flow

Initiating Spiritual Growth in the Church
1 John 2:12-14

শিষ্যত্বের হৃদয়

যিশাইয় ৫০ ঃ ৪ - ৯

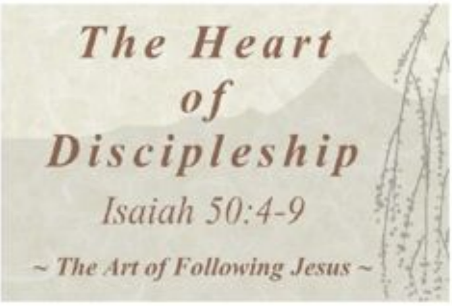

আজকের দিনের জন্য আমাদের লক্ষ্যগুলি

- যীশুর বিশ্বস্ত শিষ্য হওয়া
- যীশুর মতো এক ভালো শিষ্য হও
- কিছু ব্যবহারিক জিনিস (বিষয়) শিক্ষা কর

যিশাইয়ের চাকর গানগুলি

- একটি ভৃত্যগান
- দৃষ্টান্তস্বরূপ যীশুকে পাঠ কর
- তিনি আমাদের মতো বাস করতেন
- আমরা তাঁর মতো বাস করি

Isaiah's Four Servant Songs

#1 Servant Song	42:1-4	His Person
#2 Servant Song	49:1-7	His Calling
#3 Servant Song	50:4-9	His Determination
#4 Servant Song	52:13-53:12	His Availability

ক) শিষ্যের শিক্ষা (যিশাইয় ৫০ ঃ ৪ক)

একটি শিষ্য হয় একজন শিক্ষার্থী

"প্রভু সদা প্রভু আমাকে শিক্ষাগ্রাহীদের জিহ্বা দিয়াছেন,"

দু'টি মানে —

১) সে এক শিষ্যের মতো শিক্ষা করছে

২) সে শিক্ষা অর্জন করছে তাই সে শিষ্য হতে পারে

- সক্রিয় শিক্ষার্জন ঘটে সর্বদা প্রভুর সম্মুখে। একবার একটি শিষ্য, সে সর্বদা একটি শিষ্য।

- একজন ভালো প্রশিক্ষণকারীর সর্বদা শিক্ষার্জনের মনোভাব থাকা আবশ্যক। শিষ্যত্বের লক্ষ্য ঈশ্বরকে জানা, জ্ঞানের জীবন্ত উৎস হিসাবে।

- একজন ভালো প্রশিক্ষণকারীর সর্বদা শিক্ষার্জনের মনোভাব থাকা আবশ্যক। শিষ্যত্বের লক্ষ্য ঈশ্বরকে জানা, জ্ঞানের জীবন্ত উৎস হিসাবে।

- একজন ভালো প্রশিক্ষণকারীর নিয়মিত ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ আবশ্যক, ঈশ্বরই তার প্রশিক্ষক। শিষ্যেরা অভিজ্ঞতা করে ঈশ্বরের অনুগ্রহকে। আমরা জানি কি বলতে হয় কারণ আমরা সেটা লিখেছি। আমরা শুধুমাত্র একজন আদর্শ শিক্ষকের মতো শিক্ষক হতে পারি; যেহেতু আমরা একজন শিষ্য।

শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থীই হয় শ্রেষ্ঠ শিক্ষক

খ) শিষ্যের উদ্দেশ্য (যিশাইয়ে ৫০ ঃ ৪খ)

একজন শিষ্য অন্যদের সেবা করে

"প্রভু সদাপ্রভু আমাকে শিক্ষাগ্রাহীদের জিহ্বা দিয়াছেন, যেন আমি বুঝতে পারি,
কিরূপে ক্লান্ত লোককে বাক্য দ্বারা সুস্থির করিতে হয়।"

- ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাতের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টের উদ্দেশ্য ছিল সঠিক বাক্যের দ্বারা অভাবীদের সাহায্য করা।
  আমাদের প্রশিক্ষণের অভিপ্রায় হল অন্যদের সেবা করা।
- খ্রীঃ পেয়েছিল তাঁ বাক্য ঈশ্বর থেকে।

নিয়মিতভাবে আমাদের ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাতের প্রয়োজন তাহলে অন্যদের উত্তর পরামর্শ দিতে পারি।

- ক্লান্ত লোককে ঈশ্বর পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সুরক্ষা করেন।
  আমরা সচেতনভাবে ঈশ্বরের সেবা করি যখন অমরা অন্যদের পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করি।

শিক্ষার্জন শুধুমাত্র মূল্যাবান হয়ে ওঠে যখন আমাদের সেবা করার হৃদয় থাকে

গ) শিষ্যের নিয়মানুবর্তিতা (যিশাইয়ে ৫০ ঃ ৪গ)

এক শিষ্যের প্রতি দিনের প্রারম্ভে ঈশ্বরের সহিত যোগাযোগ।

"তিনি প্রভাতে প্রভাতে জাগরিত করেন"

এক শিষ্য আগে ঈশ্বরের সহিত যোগযোগ রাখে প্রতিদিন।

- আমরা পিতা ঈশ্বরের উদ্দেশ্য কতৃক পরিচালিত হওয়া
  আমি অনুভূতি সম্পন্ন হই, সারাটি দিনের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর কি চান।
- আমার পিতা ঈশ্বরের পথগুলির প্রত্যাশা
  আমি প্রভুর উপর নির্ভর করি আমার সারাদিনের ঘটনাগুলির সাহায্যের জন্য
- আমার পিতা ঈশ্বরের ইচ্ছা অবিচলভাবে জানার মধ্য দিয়ে
  আমি প্রতি প্রভাতে ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাত করি যেন আমি তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী করতে পারি।

ঈশ্বরের বাসনা এই যে, যেন প্রত্যহ তাঁর লোকেরা তাঁর মুখোমুখি হয়।

ঘ) শিষ্যের মনোযোগ (যিশাইয় ৫০ ঃ ৪ঘ)

একজন শিষ্য মনোযোগভাবে শ্রবণ করে ও ঈশ্বরের বাধ্য হয়।

- "আমার কর্ণ জাগরিত করেন, যেন আমি শিক্ষাগ্রাহীদের ন্যায় শুনতে পাই।"
  একজন শিষ্য মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করে ও ঈশ্বরের বাধ্য হয়।
  শ্রবণ - শ্রবণগতির মধ্য দিয়ে
  মনোযোগ - হৃদয়গতির মধ্য দিয়ে

অভিজ্ঞতাগুলো যথার্থরূপে সাহায্য করে তাঁর ইচ্ছার প্রতি সাড়া দিতে।

- ঈশ্বর সর্বদা তাঁর লোকদের কিছু বলতে চান।
  আমি সম্মুখে লক্ষ্য করি যে প্রত্যহ আমাকে ঈশ্বরের কি বলার আছে। আমরা হলাম তাঁর শিষ্যগণ। আমাদের
- কাজ হল পরিষ্কারভাবে দেখা ও তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী করা।
  আমি ইচ্ছা করতে শিখেছি যে তাঁর ইচ্ছা আমার নিজের উপরে।
- ঈশ্বরেই প্রভু, তিনি কখনো ভুল করেন না।

  আমি সর্বদা উত্তমরূপে তাঁর ইচ্ছায় নির্ভর করতে শিখেছি।

  ১) শ্রবণ - তুমি কি শোনার জন্য যথেষ্ট সন্নিকটবর্তী ?

  ২) মনোযোগ - তুমি কি বাধ্য হতে যথেষ্ট অনুগত ?

আমাদের নম্রতা ও সমর্পিত মনোভাব আমাদেরকে শুনতে সক্ষম করে তোলে

৬) শিষ্যের স্থির করা (যিশাইয় ৫০ ঃ ৫ - ৯)

একজন শিষ্য কঠিন পরিস্থিতিতে দাঁড়ায় তার প্রভুকে খুশী করতে।

"যিনি আমাকে ধার্ম্মিক করেন, তিনি নিকটবর্ত্তী; কে আমার সহিত বিবাদ করিবে ? আইস, আমরা একত্র দাঁড়াই; কে আমার প্রতিবাদী ? সে আমার নিকটে আইসুক। দেখ, প্রভু সদা প্রভু আমার সাহায্য করিবেন, কে আমাকে দোষী করিবে ? দেখ, তাহারা সকলে বস্ত্রের ন্যায় জীর্ণ হইবে, কীটে তাহাদিগকে ভক্ষণ করিবে।"

কঠিন পরীক্ষা সহ্য করতে (উত্তীর্ণ হতে) শিক্ষার্জন

১) আমাদের হৃদয় সংস্কল্পতা (৫০ ঃ ৫)

"প্রভু সদা প্রভু আমার কর্ণ খুলিয়াছেন, এবং আমি বিরুদ্ধচারী হই নাই, পরাঙ্মুখ হই নাই।"

আমাদের হৃদয় পরিবর্তনের দরকার

ঈশ্বর ইয়াহুয়ে প্রতিরোধ শক্তির দরজাকে ভগ্ন করেন

প্রয়োজন আছে সমাঞ্জস্যতার জন্য।

২) আমাদের পচ্ছন্দ সেবা করতে (৫০ ঃ ৬)

"আমি প্রহারকদের প্রতি আপন পৃষ্ঠ, যাহারা দাড়ি উপড়াইয়াছে, তাহাদেব প্রতি আপন গাল পাতিয়া দিলাম, অপমান ও থুতু হইতে আপন মুখ আচ্ছাদন করিলাম না।"

"আমি" — আমাদের শত্রুদের আমাদের পছন্দ নয়

ঈশ্বর নিয়ন্ত্রণ করেন

ঈশ্বরের অনুরোধ, লজ্জিত না হওয়া

৩) আমাদের ঈশ্বরে নির্ভরতা (৫০ ঃ ৭)

"কারণ প্রভু সদা প্রভু আমার সাহায্য করিবেন, সেইজন্য আমি বিহ্বল হই নাই, সেই জন্য চকমকির পাথরের ন্যায় আপন মুখ স্থাপন কবিয়াছি, এবং আমি জানি যে লজ্জিত হইব না।"
যন্ত্রণাকে অস্বীকার না করা

ঈশ্বর প্রভু আমাকে সাহায্য করেন — ঈশ্বরের অনুগ্রহ যথেষ্ট।

আমাদের দুর্বলতা, ব্যাথা ও পরীক্ষাকে গ্রহণ করতে সম্মত হও।
"আর তিনি আমাকে বলিয়াছেন, আমার অনুগ্রহ তোমার পক্ষে যথেষ্ট; বেননা আমার শক্তি দুর্বলতায় সিদ্ধি পায়। অতএব আমি বরং অতিশয় আনন্দের সহিত নানা দুর্বলতায় শ্লাঘা করিব, যেন খ্রীষ্টের শক্তি আমার উপরে অবস্থিতি করে।"

৪) তিক্ততার উপর আমাদের জয়লাভ (৫০ ঃ ৮ - ৯)

“যিনি আমাকে ধার্ম্মিক করেন, তিনি নিকটবর্ত্তী; কে আমার সহিত বিবাদ করিবে ? আইস, আমরা একত্র দাঁড়াই।; কে আমার প্রতিবাদী ? সে আমার নিকটে আইসুক। দেখ, প্রভু সদা প্রভু আমার সাহায্য করিবেন, কে আমাকে দোষী করিবে ? দেখ, তাহারা সকলে বস্ত্রের ন্যায় জীর্ণ হইবে, কীটে তাহাদিগকে ভক্ষণ করিবে।”

অস্বীকার করিও না যে মন্দ হল মন্দ এবং বিচার নির্ধারিত।
ঈশ্বর বিশ্বস্তভাবে বিচার করবেন। এই বিষয়ে তত্ত্বধান করার প্রয়োজন নাই। তাড়না মানে এই নয় যে আমরা বিচার আর্জন করি।

ঈশ্বরের বিচার শীঘ্রই আসছে। দুষ্টদের শীঘ্রই ধ্বংস হবে।

আমাদের জীবনের সংল্প হল সর্বদা ঈশ্বরের ইচ্ছা সিদ্ধ করা

সংক্ষিপ্ত সার — যিশাইয় ৫০ ঃ ৪ - ৯

যীশুর মতো হওয়ার থেকে আমাদের জীবনে আর কোন বড় লক্ষ্য নেই। পিতার সহিত তিনি আমাদের আদেশ করেছেন সেই পথকে অনুকরণ করতে, অন্যদের যত্ন নিতে এবং প্রজ্ঞা, অক্লান্ত কর্মশক্তি ও সহানুভূতি অর্জনের জন্য যা তাঁর করার প্রয়োজন।

যিশাইয়ের চারটি ভৃত্যগান

১)	ভৃত্যগান	৪২ ঃ ১ - ৪	তাঁর ব্যক্তি
২)	ভৃত্যগান	৪৯ ঃ ১ - ৭	তাঁর আহ্বান
৩)	ভৃত্যগান	৫০ ঃ ৪ - ৯	তাঁর সঙ্কল্প
৪)	ভৃত্যগান	৫২ ঃ ১৩ - ৫৩ ঃ ১২	তাঁর প্রাপ্যতা